আমার বাবা দিবস

জন মার্টিন, অগাস্ট, ২০১৮

(আজ অস্ট্রেলিয়া তে বাবা দিবস। এই গল্পগুলো হয়তো জগতের সকল বাবার। কেউ এই গল্পগুলো বলে, আর কেউ কেউ মনের ভিতর লুকিয়ে রাখে।)

১
ঋভুর সাথে আমার এখন আর প্রতিদিন দেখা হয় না। ও নিউ ক্যাসেলে থাকে। সারাদিন হাসপাতালে থাকতে হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রুগী দেখে। তারপর রাতে গিয়ে বইয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু-তিন সপ্তাহ পর যখন বাড়িতে আসে - আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ি।
- বল কি কি শিখলি ? তুই কি এখন অপারেশন করিস? সবচেয়ে কঠিন কোনটি ছিল?
- ঋভু খেতে খেতে ওর গল্পের ঝুড়ি খুলে। কয়জনের শরীরে সেলাই দিল, কয়জন কঠিন রুগীর সাথে গল্প করলো, কয়জন বাচ্চা দেখলো, কোন টিচার কেমন ..... এক লম্বা লিস্টি।
আমি যতই ওর এক্সসাইটিং অভিজ্ঞতা শুনতে চাই, ও ততই ঠাণ্ডা মাথায় গল্প করে। মনে হয় কিছুই হয় নি। ঘড়ি বেজে উঠে ঢং ঢং।
ঋভু লাল চোখ নিয়ে বলে, 'কাল সকাল ছয়টায় উঠতে হবে। দশটায় ক্লাস। এখন ঘুমাতে যাই। '
মৌসুমী কড়া নির্দেশ দিয়ে রাখে, 'নাস্তা না করে বাড়ি ছাড়বে না। '

আর কিছুদিন পর ও গ্রামের হাসপাতালে থাকবে পুরো এক বছর। আমাকে আদর করে উসকে দেয়, 'বাবা, তুমি ও আমার সাথে গ্রামে চলো। তুমি ওখানে অনেক রুগী পাবে। গ্রামে একজন সাইকোলজিস্ট দেখানোর জন্য তিন ঘণ্টা ড্রাইভ করে যেতে হয়। '

আমি হাসি। আমি জানি ও এমন আরো অনেক ফাঁদ পাতবে। বাবাকে হাতের কাছে রাখতে পারলেই ও নিশ্চিন্ত।

সেদিন হঠা সকালে একটি ম্যাসেজ আসলো। আমি কাজের মাঝে আড় চোখে দেখলাম ঋভু পাঠিয়েছে। ও এমন অসময়ে আমাকে কখনো ফোন বা ম্যাসেজ করে না। জানে বাবা কারো সাথে কথা বলছে।
আমি ম্যাসেজটি দেখলাম। ঋভু লিখেছে, 'বাবা তোমাকে খুব মিস করছি। কবে যে বাড়ি আসবো ?'

আমি চুপ করে বসে রইলাম।
ঋভুর কি হয়েছে ? ওর নিশ্চয় মন খারাপ। নতুবা শরীর খারাপ। আমি ছোট করে লিখলাম, 'বাচ্চারে, গত কয়দিন আমাদেরও তোর কথা ভীষণ মনে হয়েছে। কিন্তু কি করবো? তোমার যে পড়াশুনার নিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে। তাই তোমাকে আসতে বলিনি। '
ঋভু জানালো ও তখন পেডিয়াট্রিক্স ক্লাসে বাচ্চাদের উপর লেকচার শুনছিলো। ওর হঠা আমার কথা মনে হয়েছে। তাই ক্লাসে বসে টেক্সট পাঠিয়েছে।
আমি এবার লম্বা একটি টেক্সট পাঠালাম। লিখলাম, 'বাবা, আমি সেদিন একটি সিনেমা দেখছিলাম। মনে হলো ওটা আমার বুড়ো বয়সের গল্প। বাবাটির বয়স ৮৪ বছর। সবাই বলে উনার ডিমেনশিয়া হয়েছে। সব কিছু নাকি ভুলে যায়। ছেলেটি বিদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে বাবাকে দেখতে আসে। ছেলেটি আবিষ্কার করে বাবার সাথে কেউ কথা বলে না। ওর বাবা ভীষণ একা। ছেলেটি কেয়ার টেকার আর কাজের মানুষদের বলে যে ওর বাবার কোনো ডিমেনশিয়া হয়নি। বরং কেউ তার সাথে কথা বলে না তাই সে সব কিছু মনের ভিতর চেপে রাখে। বাবা একদিন ছেলেকে বলে, আমি যখন যুবক ছিলাম, সমস্ত পৃথিবী আমার সামনে খোলা ছিল। কিন্তু সেই পৃথিবী এখন
ছোট একটি সরু টানেল হয়ে গেছে। আর সেই টানেলের শেষ প্রান্তে আমি শুধু তোমাকেই দেখি। তোমার সব কিছু আমি জানি । তাহলে জগতের অন্য সব কিছু আমাকে এখন কেন মনে রাখতে হবে ?'
আমি আবার ও লিখলাম, 'যতই বয়সের সাথে যুদ্ধ করিনা কেন - আমি মনে হয় ঠিক এমনই একজন বৃদ্ধ বাবা হবো। '

টেক্সট পাঠিয়ে আমি কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর ফোনে শব্দ হোল। বুঝলাম নতুন ম্যাসেজ এসেছে। আড় চোখে তাকালাম। দেখলাম ঋভুর ম্যাসেজ।
ওর ম্যাসেজটি পড়লাম। একবার, দুবার, তিনবার। কতবার ওর ম্যাসেজটি পড়লাম জানি না। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। রিসেপশন থেকে বার বার ফোন করে তাড়া দিচ্ছিল। অন্য রুগীরা অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। ঋভুর ম্যাসেজটি আবার পড়লাম। রিসিপসনিস্টকে বললাম , 'আমার সব এপয়েন্টমেন্ট রি সিডিউল কর। আমি আজ আর কাউকে দেখব না। '
মৌসুমীকে ফোন দিলাম। কথা বলতে পারলাম না। মৌসুমী জিজ্ঞেস করলো, 'ঋভু কি লিখেছে?'
আমি চুপ করে রইলাম।
মৌসুমী আবার তাড়া দিলো, 'কি লিখেছে বল !'
আমি বললাম, 'ঋভু লিখেছে, বাবা, দু সপ্তাহ আগে আমি একটি উদ্ধৃতি পড়েছি। ওখানে বলেছে যে, মানুষের হৃদপিন্ড বুকের বাইরে থাকে না। কিন্তু প্রতিটি সন্তান মনে করিয়ে দেয় তাদের পিতামাতার হৃদপিন্ড অনাবৃত হয়ে বুকের বাইরে সারাজীবন দপ দপ করে। "

মৌসুমী চুপ করে রইলো।
আমি চুপ করে রইলাম।
দুজনে চুপ করে কেবল কান পেতে সেই দপ দপ শব্দ শুনলাম।
আমার ছোট্ট রুমে জগতের সকল কান্না এসে জড়ো হলো। হয়তো মৌসুমীর অফিস রুমেও এই একই কান্না উড়ে গিয়ে ঝুম বৃষ্টির মতো ওকে ভিজিয়ে দিয়েছে।

বাবা হওয়া এতো আনন্দের কেন?

২
ঋষিতা আমার দস্যি মেয়ে। বাবাকে আঙুলের ডগায় রাখতে ভারী পছন্দ। কিন্তু আবদারের বেলায় বাবা হচ্ছে এক নম্বর । ওর মোবাইলে বাবার নম্বর 'সুপার স্টার' নাম দিয়ে সেভ করেছে । বাড়িতে স্কুলের খাতা ফেলে গেছে, তাতে কি ? বাবা আছে না ? স্কুল থেকে মেয়ের ফোন, 'বাবা তুমি কি বাড়ি থেকে আমার খাতা টা নিয়ে আসতে পারো?' আর বাবা ও কম যায় না। কাজ ফেলে দিব্যি স্কুলে হাজির। মেয়ে হেসে বলে, 'আমার বাবা চ্যাম্পিয়ন। '
ঋষিতার চোখ ফাঁকি দিয়ে একা একা কিছু করার উপায় নেই। ওর ধারণা - বাবা ওকে ছাড়া কিছু করতে পারেনা। আমিও হেসে বলি, 'হ্যারে মা। তুই না থাকলে আমার কি হবে রে?'
মাঝে মাঝে দুষ্টামি করে জিজ্ঞেস করি, 'কিরে বাবা মরে গেলে তুই কি করবি ?'
ঋষিতার মন ভারী হয়ে যায়।
- আমি অনেক কাঁদবো।
- আর কি করবি ?
- আমার মন খারাপ হবে। তোমাকে অনেক মিস করবো।
পরিবেশ ভারী হয়ে উঠে। আমি তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাই।
- ঠিক আছে আমি মরবো না।
ও এবার খুশি হয়। পাল্টা প্রশ্ন করে, 'বাবা হেভেন এ মানুষ কি করে?'
আমি বিপদে পড়ি। মেয়েকে কি বুঝাবো ? আমি বলি, 'শুনেছি ওখানে নাকি মানুষ খুব আরামে থাকে। '
- কিন্তু কি করে ?
- আমি তো কখনো যাই নি। তাই জানি না।
- ডোন্ট বি সিলি। তুমি তো অনেক কিছু জানো। হেভেনে মানুষ কি করে?
স্বর্গ-নরকের ভাবনা ছোটবেলা কেবল ভয় জাগিয়েছিল। তারপর এই গল্প আমাকে আর ভাবায় নি। আমি ভাবি ঋষিতাকে কি উত্তর দিবো?
- বাবা তুমি কিন্তু এভোয়েড করছো।
- নারে মা। আমার মনে হয় হেভেনে মানুষ সারাদিন 'ফান' করে। ওখানে অনেক ফান। সবাই খুব খুশি থাকে।
- তুমি মরে গেলে যদি হেভেন এ যাও তাহলে কি তুমি ও অনেক ফান করবে ?
- অফ কোর্স। হোয়াই নট ?
ঋষিতা চুপ করে কি যেন ভাবে। আমি আস্তে করে জিজ্ঞেস করি, 'কিরে মন খারাপ হোল ?'

ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নো ..... আমি অন্য কিছু চিন্তা করছি।'
- কি ?
- আমাকে ছাড়া তুমি ওই হেভেনে একা কি করবে ? ফরগেট এবাউট ফান। আই এম ভেরি ওরিড এবাউট ইউ।
আমি থমকে গেলাম। ওকে কিছু বলতে পারলাম না।
ঋষিতা আবার প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা তোমাকে যদি চয়েস দেয়া হয় যে তুমি আমার সাথে থাকবে নাকি আমাকে ছাড়া হেভেনে থাকবে - তুমি কোনটা পিক করবে ?'
এই একটি উত্তর আমার ভাল করে জানা আছে। আমি হেসে বললাম, 'আমি তোমার কাছেই থাকবো।'
ঋষিতা মুচকি হেসে বলে, 'আই নিউ ইট। '

বাবা হওয়া এতো আনন্দের কেন?